ছাত্র সংঘর্ষের সমাধান নেই বি ই কলেজের পূর্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি — কানাডার উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোমোবাইল বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গড়ে তুলবে বি ই বিশ্ববিদ্যালয়। সালিম গোষ্ঠীর মহাভারত, জেনাইটিস এবং টাটাদের প্রস্তাবিত গাড়ি কারখানার জন্য এভাবেই কারিগরি মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে এগোচ্ছে দেড়শো বছরের বি ই কলেজ। কিন্তু ছাত্র সংঘর্ষের দীর্ঘদিনের সমস্যা কাটানোর 'ব্যবস্থা নেওয়া'র প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৌমিক বসুর মৃত্যুর পর পেশাদারি সংস্থাকে দিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার কথা বলা হয়েছিল। দু'টি আলাদা প্রাঙ্গণ স্থাপনের কথা ছাড়া ছাড়া বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান শুরুর আগে কলেজ প্রাঙ্গণে বহিরাগতদের প্রবেশ বা ছাত্র অশান্তি নিয়ে কোনও আশার কথা শোনালো না বিশ্ববিদ্যালয়।

বি ই কলেজ থেকে ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়, তা থেকে পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার তালিকায় এক নম্বরে নাম থাকলেও শিবপুর বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পানীয় জল এবং আবাসনের সমস্যাই মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই দেড়শো বছর উপলক্ষে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠান, নতুন পাঠ্যক্রম, সেমিনার সব মিলিয়ে খরচ ধরা হয়েছে ৬৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে একথা জানালেন উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত কুড়ি বছরে পড়াশোনা এবং গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা এগোলেও সমাধান হয়নি প্রাঙ্গণের পানীয় জলের সমস্যাও। একথা স্বীকার করেছেন উপাচার্য। সমস্যা রয়েছে ছাত্রীদের হস্টেলে জায়গা পাওয়া নিয়েও। দেড়শো বছরকে মাথায় রেখে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মোট ৮ টি পাঠ্যক্রম চালু করার প্রকল্প ইতিমধ্যেই ছকে ফেলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি, পরিকাঠামোসহ অন্যান্য বিষয়েও খরচের হিসেব প্রায় পাকা। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন্দ্রের কাছে ৪৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার অনুদান দাবি করেছেন।